রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, অক্টোবর ২৯, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ/ ২৯ অক্টোবর, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর. ও নম্বর ৩৮৪-আইন/২০২৬।—স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর ধারা ১২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় তিন চাকার স্বল্পগতির ব্যাটারিচালিত রিক্সা (ই-রিক্সা) চলাচল বিধিমালা, ২০২৬ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন এলাকায় চলাচলকারী ই-রিক্সার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) **"আইন"** অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন);

(খ) **"কর্তৃপক্ষ"** অর্থ এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন অথবা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ;

(গ) **"চালক"** অর্থ তিন চাকার স্বল্পগতির ব্যাটারিচালিত রিক্সা (ই-রিক্সা) এর চালক;

মূল্য : টাকা ১৬.০০

(ঘ) **"তিন চাকার স্বল্পগতির ব্যাটারিচালিত রিক্সা বা ই-রিক্সা"** অর্থ সরকার অনুমোদিত নির্ধারিত গতির চালক ব্যতীত আকারভেদে ২ (দুই) অথবা ৪ (চার) জন যাত্রী বহন ক্ষমতাসম্পন্ন তিন চাকার স্বল্পগতির ব্যাটারিচালিত রিক্সা (ই-রিক্সা), যাহার কাঠামোগত নকশা এবং প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ২৫ (পঁচিশ) কিলোমিটার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ;

(ঙ) **"নম্বর প্লেট"** অর্থ তফসিল-৩ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধন নম্বর সংবলিত প্লেট;

(চ) **"নিবন্ধন"** অর্থ এই বিধিমালার অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো তিন চাকার স্বল্পগতির ব্যাটারিচালিত রিক্সা (ই-রিক্সা) এর নিবন্ধন;

(ছ) **"প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা"** অর্থ কোনো সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা;

(জ) **"ফি"** অর্থ তফসিল-২ এ উল্লিখিত ফি;

(ঝ) **"বুয়েট"** অর্থ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (Bangladesh University of Engineering and Technology);

(ঞ) **"যাত্রী"** অর্থ চালক ব্যতীত অর্থের বিনিময়ে বা অন্য কোনোভাবে ই-রিক্সায় ভ্রমণকারী কোনো ব্যক্তি; এবং

(ট) **"লাইসেন্স"** অর্থ এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত ই-রিক্সা সংক্রান্ত উৎপাদন লাইসেন্স বা ক্ষেত্রমত, চার্জিং স্টেশন লাইসেন্স।

(২) এই বিধিমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ই-রিক্সার সংখ্যা, নিবন্ধন, ইত্যাদি

৩। **ই-রিক্সার সংখ্যা নির্ধারণ।**—প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক বিভাগের সহিত পরামর্শ করিয়া উহার এখতিয়ারভুক্ত এলাকায় সামগ্রিকভাবে বা জোনভিত্তিক বা অনুরূপভাবে অনুমোদনযোগ্য ই-রিক্সার সংখ্যা নির্ধারণ করিবে।

৪। **ই-রিক্সার নিবন্ধন, নিবন্ধন নবায়ন, ইত্যাদি।**—(১) কোনো ব্যক্তি এই বিধিমালার অধীন ই-রিক্সার নিবন্ধন পাইবার যোগ্য হইবেন, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক হন;

(খ) অনূর্ধ্ব ২৮ (আঠারো) বৎসর বয়সী হন; এবং

(গ) কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া ঘোষিত না হন।

(২) ই-রিক্সা নিবন্ধনের জন্য কোনো ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষের নিকট তফসিল-২ এ উল্লিখিত ফিসহ নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদিসহ দাখিলপূর্বক তফসিল-১ এ বর্ণিত ফরম অনুযায়ী আবেদন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) জাতীয় পরিচয়পত্রের সত্যায়িত অনুলিপি;

(খ) সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি;

(গ) নিবন্ধন ফি জমাদানের রসিদ; এবং

(ঘ) তফসিল-৪ অনুযায়ী ফিটনেস সার্টিফিকেট।

(৩) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন, দাখিলকৃত কাগজাদি এবং বুয়েট কর্তৃক নির্ধারিত ই-রিক্সার প্রযুক্তিগত মানদণ্ড ও নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যের আলোকে যাচাই-বাছাইপূর্বক সন্তুষ্ট হইলে, আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ই-রিক্সার নিবন্ধন করিবে।

(৪) কর্তৃপক্ষ প্রতিটি নিবন্ধিত ই-রিক্সার জন্য একটি QR কোডযুক্ত ইউনিক নিবন্ধন নম্বর ও তফসিল ৩ অনুযায়ী নম্বর প্লেট প্রদান করিবে এবং QR কোডযুক্ত নিবন্ধন নম্বর ই-রিক্সার দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করিতে হইবে।

(৫) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নিবন্ধনের মেয়াদ হইবে উহা প্রদানের তারিখ হইতে ৫ (পাঁচ) বৎসর।

(৬) কর্তৃপক্ষ উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যাচাই-বাছাইপূর্বক সন্তুষ্ট না হইলে, আবেদন না-মঞ্জুর করিবে এবং না-মঞ্জুরের কারণ আবেদনকারীকে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন কোনো আবেদন না-মঞ্জুর করা হইলে, উক্ত না-মঞ্জুর আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদেশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন এবং উক্ত আপিলের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) একটি জাতীয় পরিচয়পত্রের বিপরীতে যে কোনো এক বা একাধিক সিটি কর্পোরেশন হইতে অনধিক ৫ (পাঁচ) টি ই-রিক্সার নিবন্ধন গ্রহণ করা যাইবে।

(৯) এক সিটি কর্পোরেশনে নিবন্ধিত ই-রিক্সা অন্য কোনো সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে চালানো যাইবে না।

(১০) নিবন্ধন গ্রহণ বা নিবন্ধন নবায়ন ব্যতীত সড়কে কোনো ই-রিক্সা চলাচল করিতে পারিবে না।

(১১) বুয়েট কর্তৃক নির্ধারিত ই-রিক্সার প্রযুক্তিগত মানদণ্ড ও নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক তফসিল ৪ অনুযায়ী ফিটনেস সার্টিফিকেট ও সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষর ব্যতিরেকে কোনো ই-রিক্সার নিবন্ধন প্রদান করা যাইবে না এবং নবায়ন করা যাইবে না।

(১২) ফিটনেস প্রদানকারী ও প্রতিস্বাক্ষরকারী প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্টভাবে নিবন্ধনের রেকর্ড সংরক্ষণ করিবে।

(১৩) বর্তমানে রাস্তায় চলাচলকৃত ই-রিক্সার ক্ষেত্রে বুয়েট কর্তৃক নির্ধারিত ই-রিক্সার প্রযুক্তিগত মানদণ্ড ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট আবশ্যকীয় ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাঠামোগত সংশোধন করিয়া অনুমোদন প্রদান করা যাইবে এবং উপ-বিধি (১১) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরসহ ফিটনেস সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে হইবে।

(১৪) পর্যায়ক্রমে ই-রিক্সাসমূহকে বিমার আওতায় আনয়ন করা হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
ই-রিক্সার প্রযুক্তিগত মানদণ্ড, রুট পারমিট, যাত্রী পরিবহন, ইত্যাদি

৫। **প্রযুক্তিগত মানদণ্ড ও নিরাপত্তা।**—(১) প্রতিটি ই-রিক্সাকে বুয়েট কর্তৃক নির্ধারিত ই-রিক্সার প্রযুক্তিগত মানদণ্ড ও নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হইতে হইবে।

(২) প্রতিটি ই-রিক্সার ইকোনোমিক লাইফটাইম হইবে নিবন্ধনের তারিখ হইতে ১২ (বারো) বৎসর এবং ইকোনমিক লাইফটাইম শেষ হইবার পর নম্বর প্লেটসহ সংশ্লিষ্ট ই-রিক্সার নিবন্ধন বাতিল করিতে হইবে।

(৩) প্রতিটি ই-রিক্সায় স্পিডোমিটার বা ওডোমিটার স্থাপন করিতে হইবে।

৬। **ত্রুটিযুক্ত ও অবৈধ যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ।**—(১) কোনো যান্ত্রিক বা নিরাপত্তা ত্রুটিযুক্ত এবং নিবন্ধনবিহীন অবৈধ ই-রিক্সা সড়কে চালানো যাইবে না।

(২) ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে তাৎক্ষণিকভাবে গাড়ির সম্মুখভাগে দৃষ্টিগ্রাহ্য অংশে 'যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে চলাচল অযোগ্য' সাইনবোর্ড প্রদর্শন করিয়া উহা মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) মেট্রোপলিটন এলাকার ট্রাফিক বিভাগ বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ভ্রাম্যমাণ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট যৌথভাবে অথবা পৃথকভাবে অবৈধ ই-রিক্সা চলাচল বন্ধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৭। **সড়ক ব্যবহার নিয়মাবলি।**—(১) ই-রিক্সা জাতীয় মহাসড়ক, এক্সপ্রেসওয়ে, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও প্রধান বাস চলাচলের সড়ক (Bus Rapid Transit) বা করিডোর এবং প্রশাসন কর্তৃক, সময় সময়, নিষেধাজ্ঞা আরোপিত সড়কে চলাচল করিতে পারিবে না।

(২) ই-রিক্সা ফুটপাতে চলাচল করিতে পারিবে না।

(৩) ই-রিক্সা চালক সর্বদা সড়কের বাম লেন অনুসরণ করিয়া চলাচল করিবে।

(৪) ই-রিক্সা চালক ড্রাইভিং করা অবস্থায় মোবাইল ফোন ব্যবহার করিতে পারিবে না।

(৫) ই-রিক্সা চালক নিয়ম বহির্ভূতভাবে ওভারটেকিং এবং লেন পরিবর্তন করিতে পারিবে না।

৮। **যাত্রী পরিবহন ও গতিসীমা।**—(১) ই-রিক্সায় চালক ব্যতীত আকারভেদে ২ (দুই) অথবা ৪ (চার) জনের অধিক যাত্রী পরিবহন করা যাইবে না।

(২) যাত্রীর হাতে বহনযোগ্য মালামাল ব্যতীত অন্য কোনো বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহন করা যাইবে না।

(৩) ই-রিক্সায় ৪০ (চল্লিশ) ডেসিবেলের অধিক শব্দতরঙ্গসম্পন্ন হর্ন ব্যবহার করা যাইবে না।

(৪) স্কুল, হাসপাতাল, ধর্মীয় উপাসনালয় বা জনবহুল স্থানে ই-রিক্সার সর্বোচ্চ গতি হইবে প্রতি ঘণ্টায় ১৫ (পনেরো) কিলোমিটার।

৯। **ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও রুট পারমিট।**—(১) ই-রিক্সা চলাচলের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ ও ট্রাফিক বিভাগ যৌথভাবে রুট (চলাচলের সড়ক) নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(২) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রুট হইবে জোনভিত্তিক এবং এক জোনের ই-রিক্সা অন্য জোনে চলাচল করিতে পারিবে না।

(৩) ই-রিক্সার চলাচল নিয়ন্ত্রণের সুবিধার্থে সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন এবং ট্রাফিক বিভাগ জোনভিত্তিক বিভক্তকরণসহ জোনভিত্তিক ই-রিক্সার সংখ্যা, রুট (চলাচলের সড়ক) ও রং (ই-রিক্সার জন্য নির্দিষ্ট রং) নির্ধারণ চূড়ান্ত করিবে।

১০। **চালকের প্রশিক্ষণ।**—কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চালকদের জন্য ট্রাফিক আইন, সড়ক নিরাপত্তা, ব্যাটারি ও ই-রিক্সা রক্ষণাবেক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়
পার্কিং, চার্জিং, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি

১১। **পার্কিং ও চার্জিং অবকাঠামো।**—(১) কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক বিভাগের সহিত পরামর্শক্রমে, প্রতিটি ওয়ার্ডে বা উপযুক্ত স্থানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পার্কিং এলাকা নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের লাইসেন্স প্রাপ্ত চার্জিং পয়েন্ট বা নির্দিষ্ট গ্যারেজে ই-রিক্সার ব্যাটারি চার্জ দিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট চার্জিং পয়েন্ট বা গ্যারেজসমূহে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা সৌরশক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) কর্তৃপক্ষ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (PPP) ভিত্তিতে বা বেসরকারি খাতে বা অন্য কোনো উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় স্থানীয় বিদ্যুৎ বিতরণকারী কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক বিভাগের সহিত পরামর্শক্রমে অনুমোদিত চার্জিং স্টেশন বা গ্যারেজ ও ব্যাটারি বিনিময় কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৪) ই-রিক্সার ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ ও উৎসাহিত করিতে হইবে এবং অনিয়ন্ত্রিত ও নিয়ম বহির্ভূত চার্জিং পরিহার করিতে হইবে।

(৫) পর্যায়ক্রমে বৈধভাবে রেজিষ্টার্ড চার্জিং স্টেশনে ই-রিক্সার ব্যাটারি চার্জ করা যাইবে এবং ব্যাটারি চার্জিং স্টেশনে নেট মিটারিং ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রীড সংযোগের বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার সহিত সোলার প্যানেলের মাধ্যমে উৎপাদিত বিদ্যুতের সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার নিশ্চিত করিতে হইবে এবং নেট মিটারিং ব্যবস্থার সংযোগের মাধ্যমে প্রয়োজনে, দিনের বেলায় সৌর বিদ্যুৎ গ্রীডে সরবরাহ করিয়া রাত্রে গ্রীডের বিদ্যুৎ ব্যবহার করিয়া ব্যাটারি চার্জ করা যাইবে।

(৬) চার্জিং স্টেশন স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করিয়া চার্জ প্রদান করিলে বিদ্যমান সংশ্লিষ্ট আইনের আওতায় দন্ড প্রদান করা হইবে।

১২। **অর্থায়ন ও সহায়ক ব্যবস্থা।**—সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা, তফসিলি ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি অনুমোদিত মানের ই-রিক্সা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ই-রিক্সা চালক ও মালিকগণকে ঋণ সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।

১৩। **পরিবেশ সংরক্ষণ আইনের বিধান অনুসরণ।**—এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ই-রিক্সা উৎপাদন, আমদানি, ব্যবহার এবং ব্যাটারি পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ ও ব্যবস্থাপনার সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন), তদধীন প্রণীত বিধিমালা এবং সকল জারীকৃত নির্দেশনা অনুসরণীয় হইবে।

১৪। **পরিবেশ সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থাদি।**—(১) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পুরাতন বা অকার্যকর ব্যাটারি বা উহার অংশবিশেষ উন্মুক্ত স্থান, মাটি, জলাশয় বা সাধারণ বর্জ্য নিক্ষেপ বা পোড়াইতে পারিবে না।

(২) ব্যাটারি বিক্রেতা প্রতিটি নূতন ব্যাটারি বিক্রয়ের সময় ক্রেতার নিকট হইতে একটি পুরাতন ব্যাটারি সংগ্রহ করিবে এবং উহা অনুমোদিত পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় প্রেরণ নিশ্চিত করিবে।

১৫। **পরিবেশসম্মত ব্যাটারি ব্যবস্থাপনা।**—(১) পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ব্যতীত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যাটারি ভাঙা বা গলানোর কার্যক্রমে নিয়োজিত হইতে পারিবে না।

(২) সকল ব্যাটারি ব্যবহারকারী পুরাতন বা অকার্যকর ব্যাটারি কেবল অনুমোদিত এজেন্ট, ডিলার বা সংগ্রহকারীর নিকট হস্তান্তর করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ই-রিক্সার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের সুপারিশ প্রদান কমিটি

১৬। **ই-রিক্সার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের সুপারিশ প্রদান কমিটি।**—(১) ই-রিক্সার উৎপাদন নিয়মসহ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি থাকিবে, যথা:—

(১)	অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ), স্থানীয় সরকার বিভাগ	আহ্বায়ক
(২)	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন (সংশ্লিষ্ট)	সদস্য
(৩)	মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের প্রতিনিধি (উপ-পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন) বা পুলিশ সুপারের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার নিম্নে নহেন), সংশ্লিষ্ট জেলা	সদস্য
(৪-৫)	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) অথবা এ বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের যান্ত্রিক বিভাগ এবং ইলেক্ট্রিক বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
(৬)	জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি (অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পদমর্যাদার নিম্নে নহেন), সংশ্লিষ্ট জেলা	সদস্য
(৭)	উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য-সচিব

১৭। **কমিটির কর্মপরিধি।**—(১) কমিটি, বুয়েট কর্তৃক নির্ধারিত ই-রিক্সার প্রযুক্তিগত মানদণ্ড ও নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী অনুমোদিত ডিজাইন স্পেসিফিকেশন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্যাদি যাচাইপূর্বক ই-রিক্সার উৎপাদন নিয়মসহ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করিবে এবং সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উৎপাদন লাইসেন্স প্রদান করিবে।

(২) কমিটিতে প্রয়োজনে, যেকোনো সংখ্যক সদস্য কো-অপ্ট করা যাইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দুর্ঘটনায় দায়বদ্ধতা, অপরাধ ও দণ্ড

১৮। **দুর্ঘটনায় আইনি দায়বদ্ধতা।**—দুর্ঘটনা ঘটিলে, ক্ষেত্রমত, চালক তাৎক্ষণিকভাবে যানবাহন থামাইয়া আহতদের সাহায্য করিবে এবং ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে এবং পুলিশ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

১৯। **অপরাধ ও দণ্ড।**—নিবন্ধন ব্যতীত ই-রিক্সা চালানো, অনুমোদিত গতিসীমার অতিরিক্ত গতিতে চালানো, অতিরিক্ত যাত্রী বহন, অননুমোদিত ব্যাটারি ব্যবহার, মোটর বা কাঠামো পরিবর্তন, নিষিদ্ধ এলাকায় চালানো, বিপজ্জনকভাবে চালানো, যাত্রী ব্যতীত মালামাল পরিবহন, সিপন্যাস অমান্য করা অথবা দুর্ঘটনার পর পালাইয়া যাওয়া অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

সপ্তম অধ্যায়
বিবিধ

২০। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ।**—এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর সরকার, প্রয়োজনবোধে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে এবং বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

২১। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে ১৪ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে এস, আর, ও নম্বর ৪৭২-আইন/২০২৫ মূলে জারীকৃত সিটি কর্পোরেশন এলাকায় তিন চাকার স্বয়ংচালিত ব্যাটারিচালিত রিক্সা (ই-রিক্সা) চলাচল বিধিমালা, ২০২৫ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও, উক্ত রহিত বিধিমালার অধীন—

(ক) কৃত কোনো কার্য বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; এবং

(খ) কোনো কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উক্ত কার্যধারা, সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই বিধিমালার অধীন নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

তফসিল-১

ফরম

[বিধি: ৪(২) দ্রষ্টব্য]

ই-রিক্সা নিবন্ধনের জন্য আবেদনপত্র

বরাবর
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
..... সিটি কর্পোরেশন

মহোদয়,

আমি 'সিটি কর্পোরেশন এলাকায় তিন চাকার স্বল্পগতির ব্যাটারিচালিত রিক্সা (ই-রিক্সা) চলাচল বিধিমালা, ২০২৬' অনুযায়ী ই-রিক্সা নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ আবেদন করিতেছি, যথা:—

১। নাম (বাংলা): .....

২। ইংরেজি (বড় হাতের অক্ষরে): .....

৩। পিতার নাম: .....

৪। মাতার নাম: .....

৫। জন্ম তারিখ: .....

৬। আবেদনের তারিখে বয়স: .....

৭। আবাসিক ঠিকানা: .....

৮। স্থায়ী ঠিকানা: .....

৯। শিক্ষাগত যোগ্যতা: .....

১০। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর: .....

১১। গাড়ির ধরন ও মটর ধারণক্ষমতা: তিন চাকার স্বল্পগতির ব্যাটারিচালিত রিক্সা (ই-রিক্সা)
.....

১২। প্রস্তুতকারকের নাম ও মডেল: .....

১৩। চেসিস নম্বর: .....

১৪। মোটর নম্বর: .....

১৫। ই-রিক্সা মালিকের বিমা পলিসি নম্বর (যদি থাকে): .....

১৬। নিবন্ধন ফি প্রদানের মূল কপি।

১৭। তফসিল-৪ অনুযায়ী ফিটনেস সার্টিফিকেট।

সত্যপাঠ

উপরে বর্ণিত তথ্যাদি ও কাগজপত্রাদি সঠিক। আমি কোনো অসত্য তথ্য দাখিল করি নাই। পরবর্তীতে কোনো তথ্য বা দলিলাদি অসত্য/সঠিক নহে বলিয়া প্রমাণিত হইলে আমার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সিলমোহর

তারিখ: .....

তফসিল-২
[বিধি: ৪(২) দ্রষ্টব্য]
বিভিন্ন ফি'র পরিমাণ

সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ই-রিক্সার নিবন্ধন ও নিবন্ধন নবায়ন ফি:

ক্রমিক নম্বর	ই-রিক্সার ধরন	নিবন্ধন ফি (এককালীন)	নবায়ন ফি (বাৎসরিক)
১।	২ জন যাত্রী ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ই-রিক্সা	৮ (আট) হাজার টাকা	৪ (চার) হাজার টাকা
২।	৪ জন যাত্রী ধারণক্ষমতা সম্পন্ন ই-রিক্সা	১০ (দশ) হাজার টাকা	৫ (পাঁচ) হাজার টাকা

- ই-রিক্সার নিবন্ধন ও নবায়ন ফি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় হিসাবে গণ্য হইবে;
- সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন বিনামূল্যে QR কোডযুক্ত নিবন্ধন নম্বর প্লেট, বিস্তারিত তথ্যসহ ব্লু-বুক ই-রিক্সার চালককে প্রদান করিবে এবং উক্ত ব্লু-বুকে চার্জিং স্টেশন বা চার্জিং পয়েন্টের বিস্তারিত তথ্য থাকিতে হইবে।

সকল ক্ষেত্রে ই-রিক্সার ফিটনেস সার্টিফিকেট ফি:

ক্রমিক নম্বর	সেবার নাম	ফি এর পরিমাণ (টাকায়)
১।	ই-রিক্সার ফিটনেস সার্টিফিকেট ফি	১ (এক) হাজার টাকা

তফসিল-৩
[বিধি: ৪(৪) দ্রষ্টব্য]
নম্বর প্লেটের নমুনা

নম্বর প্লেটটি নির্ধারিত রঙের পটভূমিতে সাদা অক্ষরে লিখিতে হইবে।
[সিটি কর্পোরেশনের নাম]
[অঞ্চলের কোড] - [গাড়ির নম্বর]
ই-রিক্সা

উদাহরণ: ঢাকা উত্তর-ক-১২৩৪,
ঢাকা দক্ষিণ-ক-৫৬৭৮।

তফসিল-৪

[বিধি ৪(২) (ঘ) ও ৪(১১) দ্রষ্টব্য]

ফিটনেস সার্টিফিকেট

সার্টিফিকেট নম্বর: ..... তারিখ: .....

নিবন্ধন নম্বর: ..... চেসিস নম্বর: .....

পরিদর্শনের পর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সন্তোষজনক পাওয়া গিয়াছে:

ব্রেক সিস্টেম, লাইটিং সিস্টেম, হর্ন, গতি নিয়ন্ত্রক, চেসিস ও বডির অবস্থা।

এই ই-রিক্সাটি ..... তারিখ পর্যন্ত রাস্তায় চলাচলের জন্য উপযুক্ত।

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল:

.....

প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার (সংশ্লিষ্ট ট্রাফিক বিভাগ) স্বাক্ষর ও সিল:.....

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জুয়েল রানা
উপসচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নাজমুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd